بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা। যুক্তরাজ্যের আসন্ন বার্ষিক জলসার সাফল্যের জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৮ জুলাই, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও মক্কাবিজয়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করব। মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) মক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন; এ সময় তিনি (সা.) দুই রাকা'ত নামায অর্থাৎ কসর নামায আদায় করতেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) ১৫ কিংবা ১৭ বা ১৮দিন অবস্থান করেছিলেন।

অনেক প্রাচ্যবিদ মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপটে নিজেদের পুস্তকাবলীতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইর তার পুস্তক 'দি লাইফ অব মুহাম্মদ (সা.)'-এ লিখেছেন, কুরাইশের অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সমস্ত ছোটো বড়ো কষ্ট ভুলে যাওয়া ছিল তাঁর নিজের স্বার্থে, কিন্তু এর জন্য এক মহান ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া আবশ্যক ছিল।

অনুরূপভাবে উইলিয়াম মন্টগোমারি, যে ইসলাম এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে অনেক কটুক্তি করেছে, সে তার পুস্তকে লিখেছে, মক্কার নেতাদেরকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় নি। এসব নেতা এবং আরও অনেক মানুষ কুফরীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বাধিক যোগ্যতা অর্থাৎ, স্বীয় নেতৃত্বগুণে তিনি (সা.) ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং প্রায় সবাইকেই এ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হচ্ছে। এটিই ইসলামী সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি, প্রশান্তি এবং উদ্দীপনার চেতনাকে প্রস্ফূটিত করেছে।

আমেরিকার এক প্রাচ্যবিদ আর্থার গিলমান লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর এ বিষয়টি বহুল প্রশংসার দাবি রাখে যে, যে সময় অতীতে সংঘটিত মক্কাবাসীর অত্যাচারের স্মৃতি তাঁকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি ধাবিত করতে পারত, সে সময় তিনি (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সব ধরনের রক্তপাত করতে নিষেধ করেন

এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর লিখেছেন যে, দশ বা বারো জন লোক, যারা পূর্বে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছিল, তাদের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আচরণকে অন্যান্য বিজয়ীদের আচরণের তুলনায় অনেক বেশি মানবিক বলা উচিত। তিনি লিখেছেন, ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন জেরুজালেম খ্রিস্টানদের দখলে আসে, তখন তারা সত্তর হাজার মুসলিম পুরুষ, নারী ও অসহায় শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। অথবা ১৮৭৪ সালের স্মরণীয় বছরে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইংরেজ সেনাবাহিনী আফ্রিকার গোল্ডকোস্ট (ঘানা) এর একটি রাজধানী পুড়িয়ে দিয়েছিল, যারা খ্রিস্ট ধর্মের তত্ত্বধানে যুদ্ধ করেছিল। তাদের কঠোরতার তুলনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিজয় ছিল; রাজনীতির নয়। তিনি ব্যক্তিগত সম্মাননার সকল কথা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং রাজকীয় আধিপত্যের সকল পদ্ধতি থেকে বিরত ছিলেন। আর মক্কার সকল অহংকারী সর্দারকে তাঁর সামনে আনা হলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, আজ তোমরা আমার কাছ থেকে কী আশা করো? তারা বলল, হে আমাদের উদার ভাই! দয়া করুন। মহানবী (সা.) বললেন, তাহলে তাই হোক। যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন।

আমেরিকার একজন নারী প্রাচ্যবিদ রুথ ক্র্যানস্টন লিখেছেন, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে এক দিন সেই ব্যক্তি [মুহাম্মদ (সা.)], যাকে দশ বছর পূর্বে শহর থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং উপহাসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছিল, তিনি ১০ হাজার দক্ষ সেনাসদস্য নিয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ করেন এবং আদেশ দেন, 'কাউকে হত্যা করবে না এবং শহরের অধিবাসীদের সাথে কৃপাসুলভ আচরণ করবে'।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং ব্রিটেনের একজন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ, যিনি সাধারণত অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে লেখেন। তিনি তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো বাসনা ছিল না। কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নি আর কারও ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও মনে হয় নি। তিনি (সা.) মক্কায় কুরাইশের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে আসেন নি, বরং তিনি এ কারণে এসেছিলেন যেন সেই ধর্মকে নিঃশেষ করতে পারেন যা তাদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। এ বিজয় কোনো রক্তপাত ছাড়াই অর্জিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তির নীতি অটুট ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কায় মূর্তিপূজার অবসান ঘটে এবং ইকরামা ও সুহায়েল-এর ন্যায় কঠোর বিরোধীরা নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুসলমান হয়ে যান।

মক্কা বিজয়ের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্‌র ইসলাম গ্রহণের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ব্যক্তি পূর্বে মুসলমান এবং কাতেবে ওহী ছিল। পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল। মক্কাবিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্‌র নামও ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) মক্কাবিজয়ের সময় তাকে আশ্রয় দেন এবং সে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। একদিন হযরত উসমান (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন এবং তার বয়আত গ্রহণের আবেদন করেন। মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, এরপর তার বয়আত নেন। পরবর্তীতে তিনি মিশরের গভর্নর হয়েছিলেন এবং আফ্রিকার অনেক এলাকা জয় করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-র দুধ ভাই ছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদতের পর সকল নৈরাজ্য থেকে দূরে সরে যান। বর্ণিত

আছে যে, তিনি দোয়া করেছিলেন যে, তার সর্বশেষ আমল যেন নামায হয়। অতএব, একদিন ফজরের নামাযে সালাম ফেরানোর সময় তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ইকরামা বিন আবি জাহ্‌লও নিশ্চিত জানত যে, তার অপকর্মের শাস্তি হবে। তাই সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইয়েমেন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইকরামা ভয় পাচ্ছে যে, আপনি হয়ত তাকে হত্যা করবেন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাকে নিরাপত্তা দিন। তিনি (সা.) বলেন, সে নিরাপত্তা পাবে। এরপর ইকরামার স্ত্রী তার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি যিনি মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা বেশি সম্পর্ক-বন্ধনকারী, পুণ্যবান এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কোরো না, কেননা আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছি। এরপর ইকরামা ফেরত আসে আর ইসলাম গ্রহণ করে।

হত্যাযোগ্য অপরাধীদের মধ্যে একজন ছিল মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নবের হত্যাকারী হাব্বার বিন আসওয়াদ। হযরত যয়নব (রা.) যখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন তখন সে তাঁর উটের জীনের দড়ি কেটে দিয়েছিল যার ফলে তিনি উট থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তার গর্ভপাত হয়েছিল আর এভাবে কিছুদিন পরে তিনি শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। মক্কাবিজয়ের সময় হাব্বার ইরানে পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন।

এরপর কা'ব বিন যুহায়ের-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, যে মহানবী (সা.)-এর চরম বিরোধী ছিল। যেহেতু সে কবি ছিল তাই ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করে প্রচার করত। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় না দিয়েই কা'ব বিন যুহায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিলে সে বলে যে, আমিই সেই কা'ব বিন যুহায়ের। এরপরও তিনি (সা.) তার প্রতি ক্ষমা বহাল রাখেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর শানে একটি অতুলনীয় কাসীদা রচনা করেন যার বিনিময়ে তিনি (সা.) তাকে একটি চাদর উপহার দিয়েছিলেন। চাদরের আরবি হলো, বুরদা । যার ফলে এটি 'কাসীদায়ে বুরদা 'নামে পরিচিতি লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইমাম বুসিরীর কাসীদাটিও 'বুরদা' হিসেবে খ্যাত। একে 'কাসীদায়ে বুরদা' বলার কারণ হল, যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর শানে এই কাসিদা লিখলেন, তখন স্বপ্নে মহানবী (সা.) তাঁকে নিজের মুবারক চাদর পরিয়ে দিলেন, যা তাঁর জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁর কাঁধে বিদ্যমান ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম বুসিরী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন এবং এই চাদরের বরকতে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। যাই হোক, এটি একটি ঘটনা যা বর্ণনা করা হয়; এমন ঘটনাও বর্ণনা করার সময় সামনে এসে যায়। এছাড়াও তিনি বললেন, যাই হোক, আরও কিছু ঘোর বিরোধীর ইসলাম গ্রহণের এবং কীভাবে তারা ক্ষমা পেয়েছিল, সে সম্পর্কেও আগামীতে বর্ণনা করব।

পরিশেষে হুযুর (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। তাই দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় এ জলসাকে সবদিক থেকে সফলতা দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল মন্দ ও ক্ষতিকারক বিষয়

থেকে রক্ষা করুন। যারা দেশের অভ্যন্তর এবং বহির্বিশ্ব থেকে জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আসছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন এবং এখানেও নিরাপদে রাখুন। যেসব অতিথি ব্যক্তিগতভাবে জলসায় আসছেন অথবা যারা জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসছেন, অতিথিসেবা বিভাগ থেকে তাদের জন্য যথাসাধ্য উত্তম ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক মেজবানকে তাদের অতিথিদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের তৌফিক দিন। (আমিন)

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন, কর্মীরা অত্যন্ত আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের সাথে ডিউটির জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকেন। আল্লাহ্তা'লা তাদের প্রত্যেককে গ্রহণীয় সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান, কোমলতা এবং হাস্যবদনে অতিথিদের সেবা করুন। অনেক সময় কাজের চাপ এবং ঘুমের স্বল্পতার কারণে অনেক কর্মীর মেজাজ প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক কর্মীর এ চিন্তা করে এই দিনগুলো অতিবাহিত করা উচিত যে, আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং সর্বাবস্থায় যেন আমাদের চেহারায় হাসি থাকে। একজন কর্মী, তিনি অফিসার হোন বা সাহায্যকারী, পুরুষ কিংবা নারী, অথবা যে কোনো বিভাগেরই হোন না কেন, সবাইকে হাসিমুখে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সামর্থ্য দিন। কিন্তু একইসাথে সবার প্রতি গভীর দৃষ্টিও রাখতে হবে, যেন কারো কোনো ধরনের দুষ্কৃতি বা নৈরাজ্য সৃষ্টির সাহস না হয়। আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক কর্মীকে উত্তমরূপে সেবা করার তৌফিক দিন এবং তারা আল্লাহ্র কৃপারাজি লাভ করে ধন্য হোন। আমিন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

18 July 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat